ছোটগল্প

প্রতিশোধ

স্বরাজ চক্রবর্ত্তী

সাল ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ, স্থান বারেনপুর গ্রাম, বঙ্গদেশ, ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ, জেনারেল রবার্ট কলিন্স এর নির্দেশ অনুসারে এক দল ব্রিটিশ সৈন্য চলল বারেনপুর গ্রামে । আজ তাদের কিছু স্বদেশী বিদ্রোহীদের ধরার পালা। সকাল বেলা ভোর হওয়ার আগে তাদের কাজ শুরু হবে। চিরুনী তল্লাশী করে মেরে ফেলা হবে প্রতিটি সশস্ত্র আন্দোলনকারীকে। জেনারেল রবার্ট কলিন্স আজ নিজে উপস্থিত থাকবে পুরো ব্যাপারটাকে নিয়নন্ত্রন করার জন্য। ভারতীয়রা তো অবশ্যই ব্রিটিশ সৈন্যরাও তাকে খুব সমীহ করে চলে কারন অত্যাচার করতে ওনার জুড়ি মেলা ভার। আজ সেই অত্যাচারী নারকীয় তান্ডব চালাবে এই ক্ষুদ্রগ্রামটির উপর।

বিদ্রোহী দের দলনেতা আগাম খবর পেয়ে সেই রাতেই স্থির করলেন ভোর হওয়ার অনেক আগে তারা সদলবলে ওই গ্রাম ত্যাগ করে অন্যত্র প্রস্থান করবেন। কথা মতন তারা নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করে লুকিয়ে পড়লেন এক আজানা জায়গায়। এদিকে সকাল হতেই আরম্ভ হল নারকীয় অত্যাচার। ওরা যাকে সামনে পেল তাকেই এক রকম কচুকাটা করতে কোন দ্বিধা করল না। বাদ গেল না গ্রামের ককুর বেড়ালও। দিনের শেষে কোন স্বদেশী আন্দোলনকারীকে ধরতে না পেরে ওদের অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়তে লাগল এবং এক সময় তারা যখন ওই স্থান ত্যাগ করল তখন শুধু ধ্বংসের চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না।

অমল হল সেই গ্রামের একমাত্র ছেলে যে পড়াশুনা করতে শহরে এসেছে। সে ম্যাট্রিকুলেশান দিয়ে গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করতে চায়। তখনকার দিনে মাধ্যমিক পাশ মানে একটা বিরাট ব্যাপার ছিল। অমল বেরা ছোটবেলা থেকেই দারুন মেধাবী ও পড়াশুনায়, গান, বাজনায় ও ইংরাজী কথা বলায় যেকোন ইংরাজের প্রায় সমতুল্য। দীর্ঘ সময়ের পর এক সময়ে তার গ্রামে ফেরার ঠিক কিছু দিন

আগে তার সমস্ত গ্রাম প্রায় নিশ্চহ্ন হয়ে যায়। অবশেষে সেই দিন আসে যেদিন অমল তার গ্রামে এসে দেখে যে অবশিষ্ট আর কিছুই নেই।

সে অবাক হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করে, একি অবস্থা ? কে এমন করল আমার গ্রামটাকে ? কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতন কাউকে সে পায় না। এবং এগিয়ে যায় কাছে বসে থাকা এক বৃদ্ধের দিকে। একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, আমার বাবা মা কোথায় গেল ? হীরেন দাদু কিভাবে এসব হল ? গ্রামের সবাই কোথায় ?

বুড়ো উত্তরে একটা কথাই বলে, লাল মুখো সাহেবের দল আমাদের পুর গ্রামটাকে শ্মশান বানিয়ে দিয়ে চলে গেল। তারা স্বদেশীদের ধরতে এসে তাদের না পেয়ে প্রায় সবাইকে কচুকাটা করল। তোর বাবা-মাও বাদ যায়নি। আমার পরিবারে শুধু আমি বেঁচে আছি। ওরা সবাইকে মেরে ফেলেছে। কিছু যারা প্রানে বেঁচে গেছে তারা পালিয়েছে, আর যাই হোক গ্রামে আসার কোন সাহস তারা আর কোনদিন দেখাতে পারবে না। তুইও পালা। আমার কোথাও যাওয়া জায়গা নেই তাই মরনে অপেক্ষায় বসে আছি।

অমল চোখে জল আর মনে একরাশ ঘৃনা নিয়ে ধীরে ধীরে নিজেদের ভেঙ্গে যাওয়া বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। ভগ্নদশা বাড়িটির দিকে তাকানো যাচ্ছে না। চারিদিকে শুধু ধ্বংসের লীলাখেলা। প্রানের কোথাও কোন চিহ্ন নেই। হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটা ছোট্ট কুকুর ছানা চেষ্টা করছে একটা ছোট জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার। তার অবস্থাও অমলের মতন। সেও তার মাকে হারিয়েছে এবং কয়েকদিন খেতে না পেয়ে জীর্ন দশাতে পৌঁছেগেছে। অমল তাকেই নিজের আত্মীর মতন ছুটে কোলো তুলে নিল। তার মনের কাছে জীবনের এই টুকু দীপশিখাও আজ খুব গুরুত্বপূর্ণ কারন সে আজ একটা শ্মশানে দাড়িয়ে আছে।

আর এক মুহূর্ত ওখানে না থেকে সে ওখান থেকে কুকুর ছানাটাকে নিয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসে। মনে মনে ঠিক করে একদিন সময় এলে সে ওই

ইংরাজকে উচিত শিক্ষা দেবে। ভাবতে ভাবতে সে গ্রাম ত্যাগ করে পাশের গ্রামে এক বন্ধুর বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

বন্ধু গনেশ খুব আপ্যায়ন করে ওদের বাড়িতে ওর থাকার ব্যাবস্থা করে দেয় ও পরে একটা আলাদা কুটির তৈরী করে দেয় ওদের বাড়ির পাশে একটা বড় মাঠের শেষ প্রান্তে। সেখানে সে থাকতে আরম্ভকরে কিন্তু ওর মনে শান্তি কিছুতেই স্থাপন হয় না। ঘুমাতে জাগতে তার শুধু একটাই স্বপ্ন সে যেভাবে হোক জেনারেল রবার্ট কলিন্সকে উচিত শিক্ষা দেবে। কিন্তু কিভাবে ? জেনারেল রবার্ট কলিন্স ? যাতা লোক তো উনি নন। তাহলে উপায় ?

হঠাৎ বিদ্যুতগতিতে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে ভাবল জেনারেল রবার্ট কলিন্সকে শাস্তি দিতে গেলে কোন এমন পন্থা বার করতে হবে যাতে তাকে কঠিন শাস্তিও দেওয়া যাবে আর ইংরাজদের পরবর্তি অত্যাচার থেকে বিরতও রাখা যাবে। আর যাই হোক গ্রামবাসিদের কথা ভেবে কোন আত্মঘাতী কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। সে ভাবল এদেশে এখনও কোন পশু যদি নিজে থেকে কাউকে আক্রমন করে তাহলে আইন অনুসারে কারুর শাস্তির কোন বিধান নেই । অর্থাৎ সেই ছোট্ট কুকুরটিকে সে গোপন শিক্ষা দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখবে।

মাঠের শেষ প্রান্তে থাকার সুবাদে সে একটা গোপনীয় স্থান তৈরী করে ফেলল যাতে তার কুকুরটিকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে। সে সারাদিন কুকুরটিকে নিয়ে ছুটোছুটি করতে থাকে, সবাই জানে সে কুকুরটিকে খুব ভালবাসে ও তার সাথে খেলে তাকে নিয়ে থেকে স্বজনহারানোর দুঃখ ভুলতে চায়। সে এমনিতেও কারুর সাথে খুব একটা মিশত না ফলে লোকে তার প্রতি খুব একটা উৎসাহ দেখাত না। সেই গোপনীয় স্থানে একটা মানুষের মুর্তির আদলে একটা মাটির পুতল সে বানিয়ে ছিল। তার গলায় ঝোলানো থাকত মাংসের একটা পিন্ড। অঙ্গুলির এক বিশেষ নির্দেশে কুকুরটি ছুটে যেত আর মুহূর্তের মধ্যে ছিনিয়ে আনত সেই মাংসের পিন্ডটি। এই ভাবে কেটে গেল তিন বছরেরও বেশি সময়ে কিন্তু অনুশিলনী থামল না একদিনের জন্যও।

অবশেষে একটা দীর্ঘ সময়ের পরে সেই দিন উপস্থিত হল যেদিন জেনারেল রবার্ট কলিন্স সাহেব সেই গ্রামে উপস্থিত থাকবে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে। সেখানে তিনি স্থানীয় জমিদারের আমন্ত্রিত বিশেষ অথিতি। কিন্তু এর সাথে সুখবরটি হল অমলের ডাক পড়েছে দোভাষী হিসাবে। জমিদার ও গ্রামের লোকেদের সাথে ইংরাজ সাহেব ইংরাজীতে কথা বলবেন আর অমল হল একজন ইংরাজী বলতে পারা গ্রামের মধ্যে সবথেকে যোগ্য ব্যক্তি। তাই তাকে দোভাষী হয়ে সাহেবের বক্তব্য ও গ্রামের লোকেদের কথা সাহেবের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এবার শুধু সেই দিনটার পালা। অমল ও তার কুকুর আরও বেশি করে প্রশিক্ষন শুরু করে দিল।

অমল ঠিক করল অনুষ্ঠানের শেষে যখন সাহেব চৌমাথার মোড়ে কিছু গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলবেন ঠিক সেই মুহূর্তটাই হবে সবচাইতে উপযুক্ত মুহূর্ত। অবশেষে এল সেই দিন, জেনারেল রবার্ট কলিন্স সাহেব অনুষ্ঠানে এলেন । সঙ্গীত ও অন্যান্য অনুষ্ঠান যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হল এবং অমলও তার যোগ্যতা অনুসারে সাহেবের সামনে থেকে সমস্ত কথা সাহেবকে অনুবাদ করে বোঝাল। আর নিজেকে বোঝাল আর কিছুক্ষন তারপর তার বিশেষ অঙ্গুলি হেলনের ইশারায় সাহেবে উচিত শাস্তি হবে।

সাহেব যখন চৌমাথায় পৌঁছালেন তখন বেশিরভাগ গ্রামবাসী ভয়ে পালিয়েছে। কিছু মতব্বর গোছের লোক ছাড়া আর তেমন কেউ সাহস করে সেখানে ছিল না। সাহেব কে ঘিরে কিছু ব্রিটিশ সৈন্য পিছু পিছু এসেছিল। তারাও কিছুটা অলসভাবে ছিল কারন সাহেবে ক্ষতিকরার মতন বুকের পাটা কারুর যে নেই তা তারা বিলক্ষন জানত। অমলের কুকুর কিন্তু কাছেই ভবঘুরের মতন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাকে দেখে বোঝা না গেলেও সে কিন্তু অমলকে লক্ষ্য করে এদিক ওদিক ঘুরছিল। এমন সময় যখন সাহেব একজন গ্রামের লোকের সাথে কথা বলতে যাবে ওমনি অমল একটু কায়দা করে সবার অলক্ষ্যে তার অঙ্গুলির বিশেষ নির্দেশ কার্যকর করল আর অমনি শান্ত নিরীহ কুকুরটি বাঘের মতন তেড়ে এসে সাহেবের গলায় তিক্ষ্ণ দাঁত বসিয়ে দিল এবং মাংসের

দলার মতন গলাটা ছিঁড়ে নিয়ে দৌড় দিল জঙ্গলের দিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্য সাহেবের দেহটি ছটফট করে নিথর হয়ে পড়ল। লোকজন, পাইক, সেপাহী সৈন্যদল কিছু বোঝে ওঠার আগেই সব ঘটে গেল। কেউ বুঝতে পারল না কেন একটি কুকুর হঠাৎ এতটা হিংশ্র হয়ে উঠল। সবাই আন্দজ করল যে কুকুরটি বোধ হয় পাগল। এদিকে জমিদার বাবু তৎপর হলেন যে কিভাবে ব্যাপারটিকে সামাল দেওয়া যায়। ওনাকে তো ব্রিটিশ প্রশাসনকে বোঝাতে হবে যে এটি একটি দুর্ঘটনা মাত্র। তিনি অবশেষে বোঝাতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পর অমল তার পৌষ্যকে সেখানে বা সেই গ্রামের আসে পাশে আর কোনদিন দেখা যায়নি। তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। আর গ্রামের সবাই ভাবল অমল ইংরাজ সাহেবের মৃত্যু দেখে ভয়ে পালিয়েছে। কারন বাঘে ছুঁলে ১৮ ঘা আর ইংরাজ পুলিসে ছুঁলে ৩৬ ঘা।

(সমাপ্ত)